প্রাক্তন ছাত্র সমিতি
শের–ই–বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বরিশাল

গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ–১

১। নাম ঃ সংগঠনের নাম হইবে প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, শের–ই–বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বরিশাল

Ex-Students Association, Sher-e-Bangla Medical College, Barisal.

২। কার্যালয় ঃ সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত হইবে।

৩। মনোগ্রাম ঃ সমিতির মনোগ্রাম শের–ই–বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের মনোগ্রামের ভিত্তিতে হইবে।

৪। সীল ঃ সমিতির সীল ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতে থকিবে।

৫। ভাষা ঃ সমিতির কার্যক্রম বাংলা ভাষাতে হইবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাইবে।

৬। বৈশিষ্ট্য ঃ এই সমিতি একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন হইবে।

৭। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(ক) শে. বা. চি. ম. প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে যোগসূত্র, সহযোগিতা, সম্প্রতি, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা এবং বজায় রাখা।

(খ) শে. বা. চি. ম. প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা যেমন বেকারদের কর্মসংস্থান, উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

(গ) শে.বা. চি.ম. প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের পেশাগত দক্ষতার মান উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা–যেমন বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভ্যা, সেমিনার, প্রকাশনা ইত্যাদি।

(ঘ) শে.বা. চি.ম. প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের চিত্ত বিনোদন এবং উন্নত মানসিকতা বিকাশ সাধনে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(ঙ) শে.বা. চি.ম. ছাত্র/ছাত্রীদের কল্যানার্থে সাহায্য, সহযোগীতা প্রদান- যেমন বৃত্তি প্রদান, লাইব্রেরীতে বই সরবরাহ ইত্যাদি।

(চ) চিকিৎসক সমাজের বিভিন্ন ন্যায় ভিত্তিক দাবী দাওয়ার প্রতি সমর্থণ প্রদান করা।

(ছ) আয়ের উৎসর সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা, যেমন–ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরী স্থাপন করা।

(জ) সমাজকল্যান মূলক কাজ, যেমন–ফ্রি ক্লিনিক পরিচালনা করা।

(ঝ) জাতীয় দুর্যোগ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা।

৮। আয় ও সম্পত্তি ঃ এই সমিতির আয় ও সম্পত্তি সদস্যভুক্তি চাঁদা, মাসিক/বার্ষিক চাঁদা, এককালীন চাঁদা, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান ইত্যাদি হইতে গড়িয়া তোলা হইবে। ইহা ছাড়া স্মরণীকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা যাইবে। আয়ের উৎসসমূহ পর্যায়ক্রমে সমিতির আয় ও সম্পত্তিতে পরিগণিত হইবে।

৯। ব্যয় ঃ সমিতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সমিতির তহবিল হইতে ব্যয় করা যাইবে। সাধারণ সম্পাদক প্রতিমাসে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে পারিবেন। পাঁচশত টাকার অধিক খরচ করিতে হইলে সভাপতির অনুমতি লইতে হইবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে। সাব-কমিটির মাধ্যমে ও খরচ করা যাইবে, তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন লাগিবে।

১০। সদস্য পদ ঃ শে. বা. চি.ম. প্রাক্তন ছাত্র সমিতির বৈশিষ্ট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর সাথে একমত পোষণ করিয়া সমিতির নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর প্রদান এবং নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক সমিতির সদস্য/সদস্যা হওয়া যাইবে।

(ক) নিয়মিত সভ্য ঃ শে. বা. চি.ম. প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রী যাহার অত্র মহাবিদ্যালয় হইতে স্নাতক হইয়াছেন তাহাদের জন্য সংরক্ষিত, তবে যাহারা নূন্যতম ৩ তিন বৎসর শে.বা.চি.ম. অধ্যায়ন করিয়াছেন তাহারাও এই সমিতির নিয়মিত সদস্য হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(খ) সহযোগী সভ্য ঃ নিয়মিত সভ্যগণের স্বামী/স্ত্রী, শে.বা.চি.ম. ও শে. বা. চি. ম. হাসপাতালে বর্তমানে ও অতীতে কর্মরত চিকিৎসক ও তাহাদের স্বামী/স্ত্রীগণ সহযোগী সভ্য হওয়ার অধিকার রাখিবেন।

(গ) আজীবন সদস্য ঃ নিয়মিত সদস্য হওয়ার যোগ্য চিকিৎসকগণ এককালীন ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা প্রদান পূর্বক আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

(ঘ) সম্মানিত সদস্য ঃ এককালীন নুন্যতম ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান সাপেক্ষে কার্যনির্বাহ পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন ব্যক্তি সমিতির সম্মানিত সদস্য হইতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(ঙ) সদস্যভুক্তিও অন্যান্য চাঁদা ঃ সদস্যভুক্তি চাঁদা প্রতিজন ১০০.০০ (একশত টাকা) বার্ষিক সদস্য নবায়ন চাঁদা ১০০.০০ (একশত)টাকা। ষাম্মাষিক চাঁদা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা। রশিদ বহির মাধ্যমে চাঁদা আদায় করা হইবে। চাঁদা আদায়ের রশিদপত্র আদায়কারী এবং কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

(চ) বৎসরের যে কোন সময় সদস্য হওয়া যাইবে।

(ছ) সদস্যপদ বাতিল ঃ নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হইবে ঃ-

১। মৃত্যুজনিত কারণে ঃ

২। সভাপতির নিকট লিখিত ভাবে নিজ সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে।

৩। সংগঠনের ক্ষতিকারক কোন কাজ করিলে।

৪। সংগঠনের তহবিল তছরুক করিলে।

৫। পর পর ২ (দুই) বৎসর চাঁদা দানে ব্যর্থ হইলে।

উপরোক্ত যে কোন কারণে সদস্যপদ বাতিল হইলে তাহা কার্য্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং এক মাসের মধ্যে উক্ত সদস্য/সদস্যাকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

অনিবার্য্য কারণ বশত ঃ কোন সদস্যকে সমিতি হইতে বহিষ্কার করিতে হইলে সাধারণ সম্পাদক/সভাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া উক্ত সদস্যের নিকট লিখিত কৈফিয়ত তলব করিবেন। তলবনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উক্ত কৈফিয়তের জবাব সাধারণ সম্পাদকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। অতপর উক্ত সদস্যের জবাবদিহি প্রাপ্ত হউক আর না হউক কার্যকরী পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।